22-3-57

কাহিনী

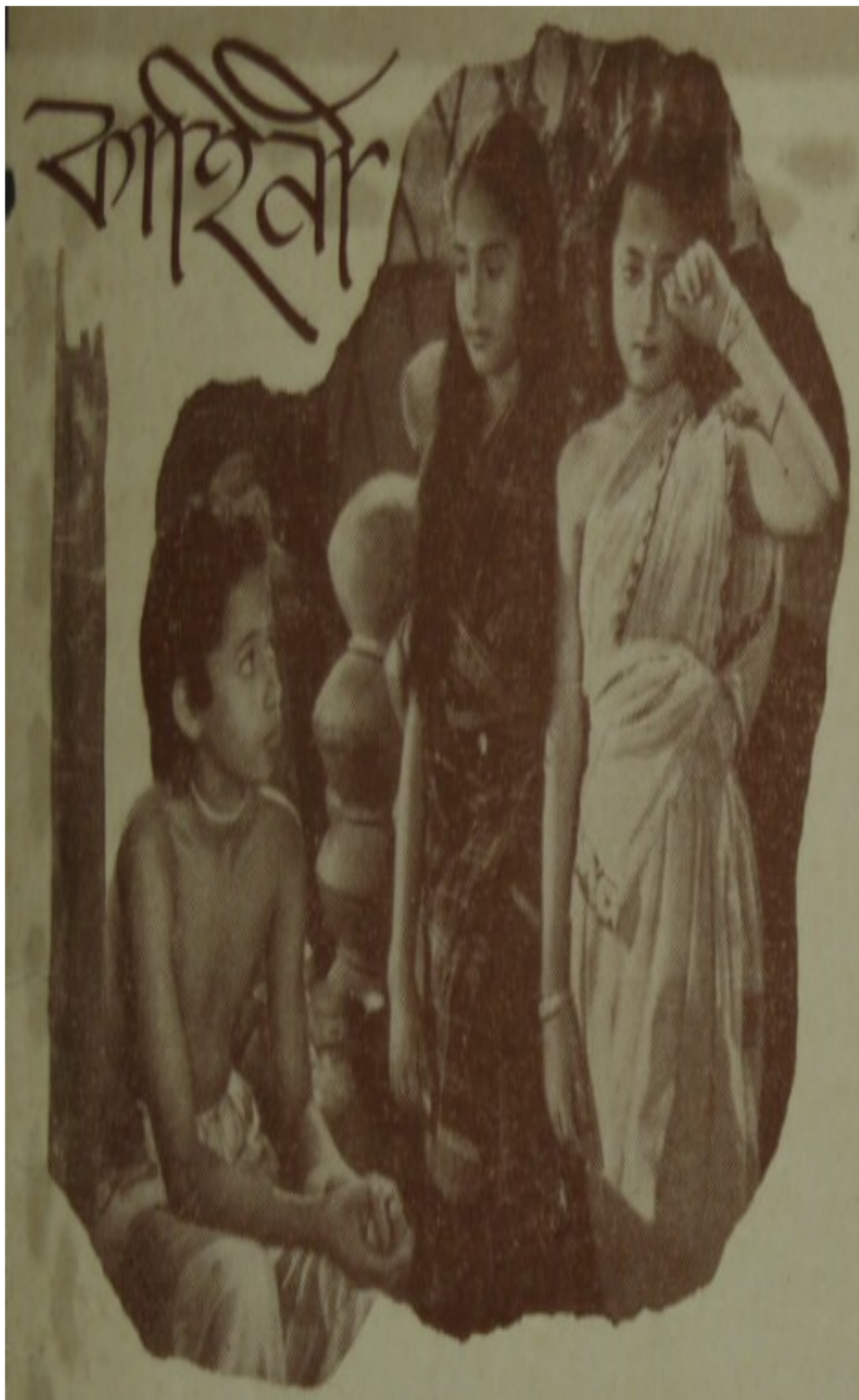

মত আর পথ। এই নিয়েই ধর্ম্মবৈষম্য। শৈব, শক্তি আর বৈষ্ণব যেমন মতবাদের দায়ে বিভিন্ন শাখায় রূপান্তরিত হয়েছে, তেমনি পথ-বৈষম্যে চৈতন্য-সমাজী আর আউল-সমাজী বৈষ্ণবদের পার্থক্য। শ্রীচৈতন্যের যবন-প্রীতি ও হরিজন-সেবা মন-মত-পথ খুঁজে পেলোনা তার নিজ সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘে। তাই, তার পরবর্ত্তী প্রবর্ত্তক, শ্রীমৎ আউলচাঁদ পথ বেঁধে দিলেন, একতারার একটি তারের সুরে। তখন উঁচু, নীচু, যবন, হরিজন, সবাই হলেন—'মনের-মানুষ, সহজ-মানুষ।'

চৈতন্য-সমাজী চাকদার মুখুজ্যে বংশের শিবশরণ চৌধুরী আর আউল-সমাজী ঘোষপাড়ার সতীমার মাঝে এলো, তৎকালীন বৈষম্য। দুজনের একই পথ তবু বিভিন্ন মত। এই মত-ভেদের দুস্তর-জালে, যে কয়টি জীবন জড়িয়ে গেল তাদের নিয়েই আমাদের কাহিনী।

জমিদার পুরোহিতের পুত্র আলাল, জমিদার-দুলালী রমা আর হরিহর কুমোরের কন্যা কিশোরী, ছিল বাল্যের অভিন্ন সাথী। জমিদার গৃহিনীর যোগমায়ার সমর্থনে এই তিনটি জীবনকে সতীমা এক অভিনব সূত্রে গেঁথে দিয়েছিলেন।

পুরোহিত পুত্র আলাল, যত না শিখলো পূজার মন্ত্রতন্ত্র তার চেয়ে বেশী জানলো আর শিখলো, আউল বাউলের দেহতত্ত্ব আলেকলতার গান। কুমোরের মেয়ে কিশোরী আর তার বাবা আলালের হলো আত্মীয়। ব্রাহ্মণ আর শূদ্রের ব্যবধান ধুয়ে মুছে দিলেন সতীমা।

কৃষ্ণ-রাধা খেলায় আলাল সাজে কৃষ্ণ; শ্রীরাধা কে হবে? কিশোরী না রমা? কিশোরী হয় আলালের পরিচর্য্যার পরিবেশে পরিচারিকা অর্থাৎ সেবিকা। আয়ান গৃহিনী রাধার মত পর-ঘরনী রমা হয়ে ওঠে আলাল-রূপী শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র আরাধিকা।

এ স্বপ্নটুকু ভেঙ্গে দিয়ে জমিদার শিবশরণ রমাকে শ্বশুর-ঘরে পাঠিয়ে দেন। বাল্যবিচ্ছেদের দুরন্ত-প্রেরণা আলালের পূর্ণ বিরহের অনুপ্রেরণা যোগায়, যৌবনে। রমারও কি তাই ঘটে?

বৃদ্ধ পঙ্গু পুরোহিত মন্দিরের সেবার ভার আলালের হাতে তুলে দিয়েছেন ; তবু জমিদার শিবশরণ নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন নি। কিশোরীর সেবার ছলে আলালের সঙ্গ তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। সতীমা সবই জানেন অথচ নীরব।

জমিদারের প্ররোচনায় গাঁয়ের সবাই, একদিন হরিহরের বাড়ী চড়াও হয়ে, কিশোরীর চরিত্রে কটাক্ষ দিয়ে, আলালকে ছিনিয়ে নিয়ে এলো। সেদিনও বাপের খাতিরে নীরব রইল আলাল। কিন্তু যেদিন শেল-বিদ্ধ হরিহর দেহত্যাগ করলো সেদিন আর আলাল স্থির থাকতে পারলো না। মন্দিরের পূজা সরিয়ে রেখে হরিহরের সৎকার নিজ হাতে সম্পন্ন করে এলো। এ সংবাদে গ্রামের সবাই বিদ্রোহ করলো। বৃদ্ধ পুরোহিত দিশাহারা হয়ে সেদিন গড়িয়ে পড়েন ভুঁয়ে। পুরোহিতের খাতিরে আলাল মাজ্জনা পেলো শিবশরণের মন থেকে। শিবশরণ তাকে তার বাপের সেবায় নিযুক্ত করলেন ; মন্দিরের ভার দিলেন অপর এক অস্থায়ী পূজারীর হাতে।

কিশোরীর সব ভার হরিহর আলালকেই দিতে চেয়েছিল। সমাজ তা দিতে অস্বীকার জানিয়ে, কিশোরীর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছে। তাই সতীমার আশ্রমই তার গতি। পিতৃ-শ্রাদ্ধ ব্যবস্থা সতীমার আদেশে সে গংগাতীরেই সম্পন্ন করবে।

শ্রাদ্ধের মন্ত্র-পাঠ করাতে আলাল এসে হাজির হ'লো সেথায়। হতবাক কিশোরী চেয়ে থাকে আলালের পানে। আলালের কর্ত্তব্যজ্ঞান যদিও কিশোরীকে ঘিরে রেখেছিল তবু কর্ত্তব্যহারা হলো নিজের পিতার প্রতি। সেই শ্রাদ্ধ-প্রভাতেই পুরোহিতের দেহান্ত হয়। শ্রাদ্ধ সমাপনের আগে গ্রামের সবাই পুরোহিতের মৃতদেহ বহন করে নিয়ে আসে গংগাতীরে। কিশোরীর চোখের সামনে সমাজপতিদের ভ্রূকুটি-কুটীল কটাক্ষ ভেসে ওঠে। সে নিমেষে দৌড়ায় চৌধুরী-জ্যাঠামশায়ের কাছে।

সমাজ-দ্রোহী আলাল আজ পিতৃহত্যার কারণ হয়েছে, এই সিদ্ধান্তই দিলেন সমাজপতিরা। শ্রাদ্ধের আছিলায় এ যে শুধু প্রণয়-লীলা তাও প্রমাণ করে ফেললেন। জমিদারের রক্ত-চক্ষু ও রুক্ষ স্বর কিশোরীকে দূর করে দেয়, মন্দির প্রাংগন হতে। বিতাড়িত কিশোরীর অবমাননায় মন্দিরে বিগ্রহ টলে ওঠেন। শ্রীরাধামূর্ত্তির ঘটে অংগহানি। এমন সময় আসে রমার পালকী। শিবশরণ পালকীর দরজা ঠেলে বলেন—'আয় রমা—বেরিয়ে আয়। রমা পালকীর বার হ'য়ে দাঁড়ায়। শিবশরণ বিস্ফারিত চোখে চেয়ে শিউরে উঠেন—মন্দিরে যোগমায়া চীৎকার করে' লুটিয়ে পড়েন—

শ্রীরাধার মূর্তি গড়িয়ে পড়ে সিঁড়ির ধাপে ধাপে—বিধবা রমার বিবশ দেহ লুটিয়ে পড়ে বাপের বুকের মাঝে!

কিশোরী দুচোখ ঢেকে চীৎকার করে ওঠে—'রমা'!

জমিদারের অহমিকা লুটিয়ে পড়ে সহজ মানুষ সতীমার পায়ে। সতীমা বলেন : আলালই গড়বে শ্রীরাধিকার নব কলেবর। আলালের গড়া বিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা আপনি হবে।

কিন্তু শ্রীরাধিকার নবমূর্তি রূপ পেলো রমারই প্রতিমূর্তিতে। তবে? বাউলিয়া আলাল— কোন তারে বাজাবে তার একতন্ত্রী বীণা—যার সুরে এক হয়ে যাবে মূর্তি আর প্রতিমূর্তি।

মত যাই হোক, পথ এক। সে পথের সন্ধান বলে দেবে—**'একতারা'**।

॥ এক ॥

ভূমিকা :

নিমাই হরি নিল বুকে যবন হরিজনে—।
সেই সমাজে দূরে ঠেলে, রাখলো দুরজনে।
তখন, গৌর হরি জন্ম নিলেন আউলচাঁদের বেশে।
জয় কর্ত্তা বলে মাতায় সর্ব্ব বঙ্গ দেশে।
সবার হাতে দিল তুলে একতারার একতার—
বলে, আয়রে ফকীর বীরাচারী মানুষ জন্ম যার।
আউল চাঁদের ছদ্মবেশে আপনি নিমাই হরি—
বঙ্গ থেকে রঙ্গ-পাপে নিলেন অপসরি।
তখন, কেউ বা হলো কর্ত্তা ভজা,
কেউ বা আউল বাউল—
কেউ আউলে ফকীর হলো,
আলেক-লতায় ফোটায় ফুল।

সেই ফুলেত ভেড়ায় তরী
যার শিষ্য হেসে—
রামশরণের পত্নী হ'লো
আউল অবশেষে ॥
তেনারই নাম সতী মা!
ঘোষপাড়ায় বসতি,
একতারাতে সাঙ্গ করে
আউলচাঁদের ইতি।

॥ দুই ॥

রাই চলে আয়ানের ঘরে,
কৃষ্ণ-তারায় জল ঝরে ॥
মনের কিশোরি কাঁদি কাঁদি
ক্ষ্যাপা শ্যামে ধরে ॥
শুন শুন মাধবী, মাধব-বিরহ কথা শুন !
(বিরহ শোনো—তার কথা শোনো)
বেণু ফেলি দেছে ধূলে,
আন সখি দেয় তুলে,
না লয়, না লয় মাধব তারে করে।
কৃষ্ণ তারায় জল ঝরে।
যমুনারি তীরে, তীরে,
মাধবীরে খুঁজে ফিরে,
কোথা যাও বিনোদিনী ধরে।
কৃষ্ণ তারায় জল ঝরে ॥

॥ তিন ॥

খেলার ছলে গড়লো হরি, জগত-মেলারে,—
তরি মাঝে মানুষগুলার পুতুল খেলারে !

কেউবা হাসে, কেউবা কাঁদে, কেউবারে বাউল,
কেউবা বলে, কর্ত্তা আমি আর যা আছে ভুল ;
জীবন-মরণ দুইটী চাবি, হাতের মুঠায় ধরি,
আপনি হরি ইচ্ছামত, ঘোরায় তালারে।
তারই মাঝে মানুষগুলার পুতুল খেলারে ॥

॥ চার ॥

চাই—ভগবান, চাই ভগবান, চাই ভগবান !
এক পয়সা, দুই পয়সায়, দেবতা বেচে যায়
কিনে নাও পয়সা ফেলে, মূর্ত্তি দু'চার খান।
শিব আছে, ব্রহ্মা আছে,
নারদ আছে, লাগবে পাছে,
রাম লক্ষ্মণ সীতা আছে, বীর হনুমান।
এনেছি টুকরী ভরি',
আউলচাঁদ আর নিমাই হরি,
আন্‌তে তোমার ভুল করিনি, শ্রীসত্যনারায়ণ।
আমি পয়সা নিয়ে কৃষ্ণ বেচিনা,
আবার পয়সা দিলে কৃষ্ণ মেলেনা,
দেখে তোর রূপের বালাই
ওই রূপার বালাই,
কৃষ্ণ বলে পালাই, পালাই ;
কিশোরির প্রেম নিতে তাই, কৃষ্ণ অন্তর্ধান।

॥ পাঁচ ॥

দানলীলা লীলাকীর্ত্তন

শ্রীগোপাল চন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক—
পুরাতনীপত্র সঙ্কলিত ও পরিবর্দ্ধিত।
অলঙ্কার—শ্রীহীরেন বসু।

পদকর্ত্তা—আজুরে গৌরাঙ্গ মনে কি ভাব উঠিল।
সুরধুনী তীরে গোরা দান সিরজিল॥
দানদেহ—দানদেহ বলি আজু গোরা হাঁকে
নদীয়া নগরী সবে, পড়িল বিপাকে॥
(বড় বিপাকে পড়েছে—সংসার দান ঘাটে
বিপাকে পড়েছে—কি জানি কি ঘটে
ঘাটে—বিপাকে পড়েছে,)
না জানি কি ঘটে ঘাটে। } ঝুমুর
নগরে নাগরী রটে। }

পদকর্ত্রী—সকালে গোধন লইয়া,
গোঠে গেল বিনোদিয়া (আহা)
দিয়া শিঙা বেণুর নিশান।
(বেণুতে জানায়ে গেল—যা— নিয়ে গেল ত
জানিয়ে গেল)
মন চোর মন হরিল। } ঝুমুর
রাই কিশোরি পাগল হল॥ }

পদ কর্ত্তা—রাই সাজিতে বসিল।
শ্যাম দরশনে তাই সাজিতে বসিল।
রঙ্গিম নীল সাড়ী, সব দেহ নিল বেড়ি,
গজমতি হার টলমল।
নয়ন অঞ্জনযুত, কঙ্কন মৃদুঘাত,
দশনে কুসুম শতদল।

সিঁথী দিলা সিঁথী মূলে, সিন্দুরেরবিন্দু ভালে,
বেড়ি তাহে চামর কুণ্ডল॥
(যেতে যে হবে গো, কামদেব চরণেতে
যেতে যে হবে গো, কাম দেবো ও চরণে
তাই যেতে যে হবে গো)
নিষ্কাম হলে চিত॥ } ঝুমুর
কাম রবে অবনিত। }

পদকর্ত্রী—সুবর্ণের ভাণ্ড ভরি
ঘৃত দধি ছানা পুরি,
পসরা সাজায়ে লয়ে মাথে,
তাহাতে উড়ানি ডালা,
সারি সারি ব্রজবালা,
যাত্রা করে পার-ঘাট পথে।

কৃষ্ণ—বলি ও ধনি! থামোগো থামো!!
কিসের পসরা মাথার উপরে,
লুকায়ে ছুপায়ে নিয়েছো ভরে,
ঘাটিয়াল আমি পথে মহাদানী—
দান দিতে হবে, শোন বিনোদিনী গো—!!!

কিশোরী—দান মোরা দেই না
আমরা ব্রজের ব্রজাঙ্গনা।
ব্রজেশ্বরে দান করে সব,
দান মোরা দেই না।

কৃষ্ণ—তবে, আন পথ দেখ হে—
ফেরার পথ ধরে এবার,
নিজপথ দেখ হে।

কিশোরী—দানে অধিকার নাইরে—
দত্তা-রতন নিয়ে ফিরি দানে,
অধিকার নাই রে।

কৃষ্ণ—নারী হয়ে যদি করয়ে চুরি,
সে বদন পানে আমি না হেরি,
এখন মানে মানে সব ফিরে যাও।
গোকুল সমাজে দেখাওনা মুখ,
মানে মানে সব ফিরে যাও।

রাধা—বলি, চুরি সে তো করে নি!
কৃষ্ণ—তুমি বট কে ধনি!!

রাধা—চোরেই পথ বেঁধেছে—
চলার পথে আগল দেছে—
কৃষ্ণ—বেঁধে নিতে সেধেছে—
প্রাণ নিয়ে প্রাণ যেচেছে—
রাধা—(অত) যাচা যাচির ধার ধারিনা,
যাচাই করো না
কৃষ্ণ—যা চাই, তা দিয়ে গেলে, যাচাই করিনা—
পদকর্ত্রী—তারে যাচিয়া দিয়ে যায়
মক্ষ বল, মুক্তি বল, যাচিয়া দিয়ে যায়।
তারে, যেচে যেচে দিয়ে যায়,
যেচে যেচে নিয়ে যায়। } ঝুমুর
রাধা - সখি, আন পথ চলব
দানী মুখ না হেরব
কৃষ্ণ - সখি! দুসর পথ নাহিরে
একহি পথ, একহি রাহীরে।

পদকর্ত্তা - একই ত' পথরে
মক্ষ বল, মুক্তি বল, একই ত' পথরে
বিশ্বাস নামেতে পথ, একই ত' পথরে
যত মত, যত পথ।
বিশ্বাসেতে অনুগত। } ঝুমুর
রাধা - বিশ্বাস করে দান দিয়েছিনু,
রেখেছিলে হৃদিপুরে,
এখন আবার কি দান দেবো গো,
যেতে দাও মধুপুরে—
কৃষ্ণ - তবু দান দিতে হয়, মানব দেহ-ধারী তরে,
তবু দান দিতে হয়
প্রতি জন্মান্তরে—
এই দান দিতে হয়!
পদকর্ত্রী - যতবার কলেবর।
দান লয় দানীবর। } ঝুমুর
রাধা - বল দানী কত চাই—
যা পারিতা দিয়ে যাই।
কৃষ্ণ - এক লক্ষ দান চাই—
প্রতিজনার গুণে গুণে এক লক্ষ দান চাই॥
রাধা - মোরা লক্ষ দান দিয়েছি!
রমাপতি সাক্ষী আছে - লক্ষ দান দিয়েছি!
কৃষ্ণ - শুধু লক্ষে কাজ নেই -
এক লক্ষ্য হওয়া চাই
কিশোরী - বলি ওহে চতুর!
এক লক্ষ্য নিতে গেলে, একলক্ষ্যে চাওয়া চাই—
বিশাখা - লক্ষ্য দান পেতে গেল,
এক লক্ষ্যে চাওয়া চাই—
কিশোরী - এক লক্ষ্যে রাধা পাবে,
দুই লক্ষ্যে নরক যাবে,
চুক্তিপত্রে লিখে দাও!

বিশাখা - যদি শ্রীমতীরে পেতে চাও,
চুক্তি করে লিখে দাও!
কৃষ্ণ - বেশ বেশ ধনি, বেশ কথা শুনি
লিখে দেই লিপি-খত
আজি হতে আমি, রাধা অনুগামী
করিনু এই শপথ।
তা বলে দানের কড়ি ছোকেনি—
দানীর খত লিখে নেছো বলে,
তা বলে দানের কড়ি ছোকে নি?
বিশাখা - কত কড়ি তোমার দান মর্য্যাদা
কহহে নিপট দানী।
আমার সখির কড়ি কম নাই,
লক্ষ্মী সমান মানি।
কৃষ্ণ - বেশ! বেশ!! আহা বেশ!!!
তবে—কড়ি দিয়ে যাও
সাতকড়া ধন লাগবে দানে
গুণে গুণে দিয়ে যাও!
গুণতি করে দিতে হবে গো—
অগুণ কড়ি চলবে না—
দ্বিগুণ করে দিলেও পরে
অগুণ কড়ি চলবে না।
রাধা - ওগো নিরগুণ! ত্রিগুণ দেব গুণে,
তাতেকি তোমার দান ফুরাবে
গুণাতীত-ও গো নিরগুণ!!
কৃষ্ণ - কড়ি ফেলার রীতি যে আছে।
নইলে ধালা মৃত্যু পাছে।
কিশোরী - কি রীতি বল না—

কৃষ্ণ - কানাকড়ি চলে না তাওকি তুমি জাননা
বিশাখা - তবে কি রীতি বল না—
কৃষ্ণ - উপুড় হয়ে পড়লে কড়ি সে দান চলেনা
সকলে - তবে কি রীতি বলনা—
কৃষ্ণ - কড়ি চিৎ হওয়া চাই—
দানীর কাছে জিৎ মানিতে
কড়ি চিৎ হওয়া চাই
পদকর্ত্রী - শোন শোন ধনি, কহিগো আপনি
সাত কড়ি কথা যত,
চিতে চিতে যদি মিল হয়ে যেতো
দানীরে দিতে না হ'ত।
পদকর্ত্তা - তখন কড়ি খেলার আর দান চলেনা—
তখন—সাত চিতে গোকলধাম। } ঝুমুর
কৃষ্ণ জপ অবিরাম ॥
রাধা - তবে গুণে নাও - ওগো রমাপতি
সকলে - সাত কড়া ধন গুণে গুণে নাও -
রাধা - এ দুটী নয়ন, করিনু অর্পণ -
দেখিতে ও রূপ মাধুরী,
দুইটী শ্রবণ যুগ, করি সমর্পন,
শুনিতে মধুর বাঁশরী,
বচন করিনু দান গাহিতে তোমার নাম
তব গুণ কীর্ত্তন মাঝে।
হৃদয় আসন খানি, যতনে পাতিনু দানী,
কমলা আসনে নাথ রাজে।

॥ ছয় ॥

আজ রাই চলে গোবিন্দ বিসরি!
মাধবের মনে হয়
বিধি কেন নিরদয়
নিরবধি রাঙা পায়ে ধরি।

দূর হতে অবলোকে,
পাছে মন্দ বলে লোকে,
দ্যাখে তাই নীপ শাখে চড়ি।
মাধবীরে দেখিবারে
ফিরে ফিরে বারে বারে,
দ্যাখে শ্যাম দু'নয়ন ভরি।

॥ সাত ॥

তাই আমি ভালবাসি রাধারে!
যার দাসখতে শ্যাম চির-বাধারে।
গোলকেতে নারায়ণ, রমাদেবীর পায়ে ধ'র,
বলে ওগো মানময়ী! ছেড়না, ছেড়না নিজ ঘরে'
বৃন্দাবনের বেণু কাঁদ, রাধা নামে সাধারে!
হায় তবু লক্ষ্মী গেল চলে —অতল সমুদ্র জলে
লক্ষ্মীহারা হ'লো স্বর্গ, রোদনভরা আঁধারে!

॥ আট ॥

ঠীরভাঙ্গা নদী আমি, ভরা বরষায় গো—
ভাষাহীন আশা আমি, নয়ন তারায় গো!
কেন ভাল লাগে এত যারে আমি চাই গো,
আরো ভালো লাগেকেন, যদি নাহি পাই গো,
দিকে দিকে সুর-হারা যত—"না"—
হাঁ" হয়ে, মনে মনে কেন চমকায়—।
অ-ভাল যা ভরি ভালবাসাতে—
হাতছানি দিয়ে ডাকে আশাতে—
সরমের আঁখি চায় নিলাজে
হৃদয়ের দু'টি সুর মিলাতে।
পাওয়া বুঝি, পথে পথে, ঘুরে ঘুরে যায় গো—
না, পাওয়া যা, তাও কেন প্রিয় হতে চায় গো,—

সবই যেন তুমিময় আজিকে—
রেশটুকু বুঝি তার, বেঁধেছে আমায়।

॥ নয় ॥

কেন—পত্রব্যথা বাজে বাতাসের গায়,
কেন—রাধার বিরহ-স্মৃতি কৃষ্ণে মিশে যায়।
তবু তার প্রেমটুকু রয়েছে শাখায়,
কৃষ্ণের বুক জুড়ে রাধা চমকায়!!
বীণা কেন অকারণে বেণু-পথ চায়, হায়,
বাঁশী কেন কাঁদে রাধা যদি যায় মথুরায়,
কেন মন মিছে কয়ে, মনেরে কাঁদায়—।
মাটি তার রস দিয়ে ফুলেরে ফোটায়ে যায়,
সেই ফুল প্রেম দিতে ভূমেকে লুটায় হায়,
লিখে নে মন, এইটুকু মনের পাতায়!

॥ দশ ॥

পথের ধূলায় লিপি লিখি
চোখের জলের কালি দিয়ে ;
আমার ব্যথার কথাটুকু
তারেরে মন আয় শুনিয়ে।
ছোটেরে মন পথ ধরি,
ভাষা যে রয় পিছে পড়ি,
ওরে আমি কি যে করি
এ পাগল মন নিয়ে।
ছিঁড়ে ফেলো পত্রখানি, সঙ্গোপনে, অন্তরালে-
অনুরাগের অনুলিপি নাই দেখালে, নাই দেখালে-
তুমি আমি কতই চেনা,
বুঝেও রে মন তাও বোঝেনা
রাধার প্রেমে থাক মেশেনা বিরহের তাপ জ্বালিয়ে।

॥ এগারো ॥

ছিল গো বেণু, ছিল গো বীণ,
সুরে সুরে ছিল লীন—দুইটী পরাণ;
আমি কেন যোগাযোগ দুজনার মাঝখানে,
জীবনের একি সমাধান!
হৃদয় তটের একধারেতে,
বাঁধি বসে সুর এক তারেতে—একধারেতে,
সহসা সে সুরে, ওঠে বিরহীর বৈরাগী গান॥

॥ বারো ॥

ওরে সঙ্গ-হারা মন-বাউল!
তোর নিঃসঙ্গের অন্তরালে
আলেক-লতায় ফুটলো ফুল—
সেই ফুলে আজ সাজলো রাধা, উদ্ভাসিত দেব-দেউল।
চিন্ময়ী সে মন-দেউলে, দুলছে অনুক্ষণ,
ডাইনে-বামে রাই-কিশোরী, মাঝে কৃষ্ণধন!
ও মন! কারে রেখে কারে ধরি
ভাসিয়ে দেছি দুইটি কূল;
সেই ভাঙ্গা কূলে, দুলছে রাধা—
উদ্ভাসিত দেব-দেউল।

॥ তেরো ॥

চোখের তারায় পড়লে কুটো,
অশ্রু পড়ে ঝরে—
সেই চোখেতে মানুষ পড়ে
দৃষ্টি নেছে হরে.
হায় সজনি! তারে ফেলবো কেমন করে।
আমার চক্ষু হলো রক্ত-কমল
নিমেষ ফেলার ভুলে!
দুহাতে তায় উপড়ে ফেলে,
দুপায় দেবো দুলে,
অনুরাগের রাঙাফুলে অশ্রুমালা গড়ে,
রাখনু বুকে ধরে,
হায় সজনি! তারে ফেলবো কেমন করে!

॥ চৌদ্দ ॥

আমি গড়ি ত্রিগুণা রাধা!
সত্ত্ব আর রজ, তমে,
অতীত, বিসম, সমে,
অনাঘাত-অনুরাগে বাধা।
বাল্যের সহচরী কিশোর পূরব-রাগে,
রাখাছিল-মূরতী তার, হৃদয়ের পুরোভাগে
মোর মৃণ্ময়ী প্রতিমাখানি, চিন্ময়ে সাধা॥
যৌবন-মধুমাসে অজানিত ফুলশরে,
ছায়াপটে ধীরে ধীরে, কি জানি কি রং ধরে—
আজি তার অবশেষ হৃদয়ের নভে দোলে,
মরম ময়ুর আজ, মিলনের পাখা খোলে,
মাতাল-বাদল বায়ে, আজিকার হাসা-কাঁদা॥

॥ পনেরো ॥

আজ মথুরার যাত্রা হলো সুরু!
গোকুলের দুকূল ভেঙ্গে, জল ঝুরু ঝুরু॥
ওপারেতে মথুরায় দীপ পরকাশে,
গোকুলের চাঁদ, ছিঁড়ে রেখেছে আকাশে,
তারি সাথে শত দীপ ঝলমল করে,
দ্বাদশ বরষ পরে—রাজা ফেরে ঘরে॥
তাই হিয়া দুরু দুরু,
গোকুলের দুকূল ভেঙ্গে, জল ঝুরু ঝুরু॥
এপারেতে ঢাকা রবি, ভিজে ভিজে মেঘে,
পূরবীর সুর ঝুরে, দু'চোখেতে লেগে।
আবছায়া জালে জালে, ফিরে কৃষ্ণ-মেগে,
পুড়ে পুড়ে জ্বলে শুধু চন্দন অগুরু।

ধূসরিত বনতল কৃষ্ণ অন্বেষণে, মরে ঘুরে ঘুরে,
তবু কৃষ্ণ রাখিয়াছে, রাধিকায় মনে, নিজ হৃদিপুরে।
রাধা বুঝি গেছে ভুলে কাঁদে অকারণে,
কৃষ্ণ এসে কথা কয় তাই সঙ্গোপনে—,
পূরবের অনুগত সুরে--॥

বিরহের জলরোল, উচ্ছলে টলমল,
চঞ্চল মথুরা চেয়ে থাকে ঝলমল্,
কিশোরীর আঁখিতারা করে শুধু টলমল,
উছল-যমুনা আজ হয়েছে পাগল।
ওরে সখিনী সেজেছে আজ যমুনা!
মাধবের তরী বুকে,
নাচিছে তরঙ্গ সুখে,
শ্রীমতীর ভালবাসার, এই কিরে নমুনা?
হায়, তরণী ছাড়িল তীর,
রাধা কেন রয়ে স্থির, বলে থামো, প্রাণ প্রিয়তম!
ভাগ্যলিপি আমারি এ,
জ্বলাদীপ নিভে গিয়ে, তোমারে না হ'তে দিল মম॥
পক্ষ মেলি তরী চলে উড়ে,
জলঘূর্ণি, ঘুরে ঘুরে,
রাধা দু'চক্ষু জুড়ে,
শুধু কাঁদে বিরহিনী, বিরহের সুরে—;
এত জল রাখা তবু, এ যেনরে তপ্ত বালুমরু।
গোকুলের দুকুল ভেঙ্গে, জল ঝুরু ঝুরু॥

• চরিত্র-চিত্রণে •

শিবশরণ চৌধুরী	...	ছবি বিশ্বাস
সতী-মা	...	মলিনা দেবী
জমিদার-গৃহিণী	...	পদ্মা দেবী
পুরোহিত	...	সন্তোষ সিংহ
হরিহর কুমোর	...	কানু বন্দ্যোঃ
বালক-আলাল	...	শ্যামল
বালিকা-রমা	...	বুলবুল
বালিকা-কিশোরী	...	সীমা
যুবক-আলাল	...	প্রবীরকুমার
যুবতী রমা	...	সবিতা
যুবতী-কিশোরী	...	সাবিত্রী
ললিতা	...	মিসেস্ সিং

এতৎসহঃ

॥ রাজলক্ষ্মী ॥ হরিধন ॥ নৃপতি ॥
॥ তুলসী চক্রবর্তী ॥ রঞ্জিত রায় ॥
॥ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বেচু সিংহ ॥
আশাদেবী

॥ অতিথি-শিল্পী ॥

কৃষ্ণচন্দ্র দে ॥ মেনকা দেবী

নেপথ্য সংগীতারোপে

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ॥ শ্যামল মিত্র ॥
পান্নালাল ভট্টাচার্য ॥ মানব মুখোপাধ্যায়
প্রভাতভূষণ ॥ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥
॥ প্রতিমা বন্দোপাধ্যায় ॥
আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ গায়ত্রী বসু ॥
নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কৃষ্ণা গঙ্গোঃ ॥
॥ দান-লীলা দৃশ্যে ॥
কৃষ্ণচন্দ্র দে ॥ রাধারাণী ॥ ছবি বন্দ্যোঃ ॥
রমা সাহা ॥ মিনতি সরকার ॥
মায়া সরকার ॥ সুমিতা দেব গুপ্ত ॥ এবং
॥ পদ্মরাণী লাহিড়ী ॥

মুভি-স্টীন-এর নিবেদন • শ্রীমতী প্রতিভারাণী বসুর কাহিনী অবলম্বনে

একতারা

সুর-স্রষ্টা ও সঙ্গীত-পরিচালক

॥ অনুপম ঘটক ॥

॥ কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতিতে ॥

॥ মহিষাদলরাজ শ্রীদেবপ্রসাদ গর্গ ও তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ ॥

॥ শ্রীমৎ নিত্যানন্দ-বংশধর, শ্রীগোপালচন্দ্র গোস্বামী ॥

॥ শ্রীমতী শেলী সান্যাল ও মলয় গীতি-বীথির ছাত্রী-বৃন্দ ॥

॥ শ্রীকানাইলাল মহতী ॥ শ্রীরঞ্জিত চক্রবর্তী ॥ শ্রীঅনিল ঘোষ

একমাত্র পরিবেশক • গীতা পিকচার্স প্রাইভেট লিঃ

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩

প্রযোজনায় :

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ মল্লিক ॥ রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক

॥ শ্রীকানাই মুখোপাধ্যায় ॥

॥ চলচ্চিত্রায়ণে :: দীনেন গুপ্ত ॥

॥ সংগীতানুলেখনে : সত্যেন চ্যাটার্জি ॥

॥ শব্দানুলেখনে :: দুর্গা মিত্র ॥

॥ দেবেশ ঘোষ ॥

●

॥ চিত্র-সম্পাদনায় :: অর্ধেন্দু চ্যাটার্জী ॥

॥ গীত ও সংলাপে :: হীরেন বসু ॥

॥ ব্যবস্থাপনায় :: রঞ্জিত চক্রবর্তী ॥

●

॥ প্রচার-পরিচালনায় :: সুধীরেন্দ্র সান্যাল ॥

●

॥ যন্ত্র-সংগীতে :: অনুপম-যন্ত্র-শিল্পী ॥

॥ নৃত্য-পরিচালনায় :: বিনয় ঘোষ এবং

॥ সুধীর সিংহ ॥

॥ মৃত-শিল্পে :: জিতেন পাল ॥

॥ পট-শিল্পে :: আর-সিন্ধে ॥

আর-সি-এ শব্দধারক-যন্ত্রে বাণীবদ্ধ

॥ টেকনিসিয়ান স্টুডিয়োতে নির্মিত ॥

॥ বহির্দৃশ্যাবলী ॥

স্ট্যান্সিল হফ্‌ম্যান ম্যাগনেটিক

টেপ-যন্ত্রে বাণীবদ্ধ ॥

॥ শিল্প-নির্দেশে :: কার্তিক বসু ॥

॥ কারু-শিল্পে :: সুবোধ দাস ॥

●

॥ রূপ-সজ্জায় :: মনতোষ রায় ॥

॥ সাজ-সজ্জায় :: বরেণ দত্ত ॥

॥ আলোক-সম্পাতে :: প্রভাস ভট্টাচার্য ॥

●

সহকারী কলা-কুশলী

॥ পরিচালনায় :: শান্তি ভট্টাচার্য ॥

॥ নৃপেন গাঙ্গুলী ॥

॥ সুরারোপে :: হীরেন ঘোষ ॥

॥ চিত্র-শিল্পে :: সৌম্যেন রায় ॥

কৃষ্ণধন চক্রবর্তী ॥ অগ্নু ॥

শব্দানুলেখনে :: জ্যোতি চ্যাটার্জী ॥ বিষ্ণু ॥

আলোক-সম্পাতে :: ভবরঞ্জন দাস ॥

॥ অনিল পাল ॥

॥ চিত্র-সম্পাদনায় :: অমিয় মুখার্জী ॥

॥ জয়দেব বৈরাগী ॥

শিল্প-নির্দেশে : বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী ॥

রূপ-সজ্জায় :: পরেশ ॥

কারু-শিল্পে :: ছেদীলাল শর্মা ॥

প্রচার সজ্জা :: এড্‌না লরেঞ্জ (স্যাঙ্‌রী-লা)

●

চিত্র-পরিস্ফুটন-শিল্পে

আর-বি-মেহতার তত্ত্বাবধানে

॥ রেঙল ফিল্ম লেবরেটরীজ লিমিটেড ॥